পুলিশ সপ্তাহ '৯৪
৮ই জানুয়ারী

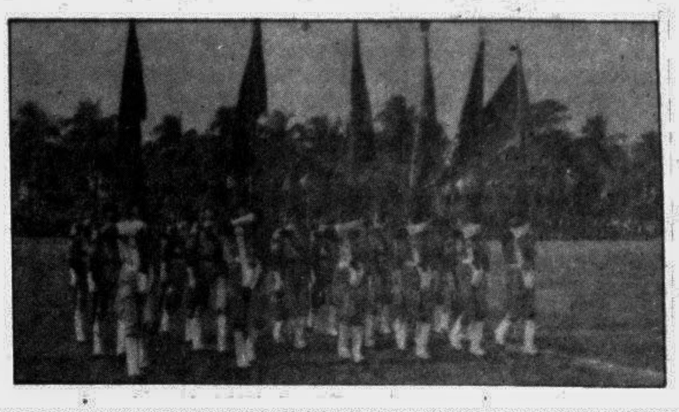

The Daily Star | Special Supplement | Saturday, January 8, 1994

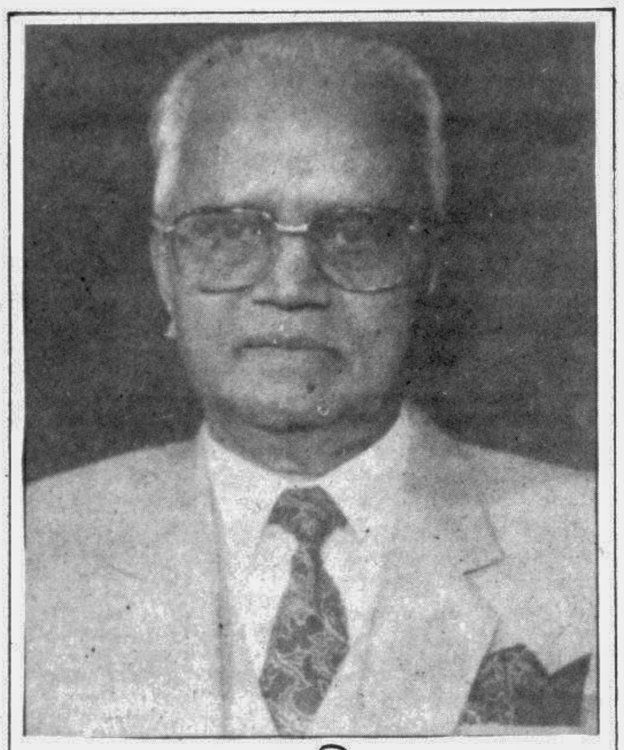

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ উদযাপনের এই শুভ লগ্নে আমি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা মোকাবিলা করে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনসাধারণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে পুলিশ বাহিনীর কর্মপ্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আশা করি পুলিশ ও জনসাধারণের মিলিত উদ্যোগে অপরাধ দমনের কাজে আমাদের সাফল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিশ্চিত হবে জনগণের অধিকতর নিরাপত্তা।

একাত্তরে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য এদেশের জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে পুলিশ বাহিনীর সাহসী সদস্যগণ রেখেছেন বীরত্ব ও ত্যাগের বিরল দৃষ্টান্ত। তাঁদের সেই আত্মত্যাগ চিরদিন জাতির কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আমি আশা করি নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে সমাজ জীবনকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করে তুলতে পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ আরো নিবেদিতপ্রাণ হবে।

পুলিশ সপ্তাহে আমি এই বাহিনীর সার্বিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

আবদুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম দামপাড়া পুলিশ লাইন

অধ্যাপক মনসুর আহমদ খান
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

দামপাড়া পুলিশ লাইন ও লালখান বাজারের '৭১ সালের হৃদয় বিদারক কাহিনী সত্যি মর্মস্পদ। '৭১ সালে আমি দামপাড়া পুলিশ লাইনে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় থাকতাম। তিনি এস, বি এর ডি, এস, পি আমার ভগ্নীপতি জনাব সালামত উল্যা। পাক-বাহিনীর উর্ধতন কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহু খোঁজাখুঁজি করে। তাদের কিলিং লিষ্টে তিনি ছিলেন প্রথম নম্বরে। তিনি সে সময় চাকুরীতে যোগ দেননি। সে সময় আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ বাংলা বিষয়ে পরীক্ষার্থী।

৭ই মার্চের পর থেকে গোটা চট্টগ্রাম অশান্ত হয়ে পড়ে। পাড়ায় পাড়ায় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি। সভা, সেমিনার, বিক্ষোভ মিছিল যেখানে সেখানে। ক্যান্টনমেন্ট, পাহাড়তলী ওয়ারলেস কলোনীতে অশান্ত পরিবেশ। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতা, কর্মী এবং শহরের যুবক শ্রেণী ও ছাত্ররা প্রস্তুতি নিতে থাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য। আওয়ামী নেতা মরহুম হান্নান ভাইকে খুব বেশী প্রত্যক্ষ করি সেই সময় পুলিশ অফিসারদের সাথে যুদ্ধ নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। তিনি সব সময় পুলিশের সাহায্য সহযোগিতা চাইতেন। দামপাড়া পুলিশ লাইনে আমি যে বাসায় থাকতাম সেখানে উত্তরের বারান্দা থেকে দেখা যেত দামপাড়া গোরস্থান। যা ছিল অত্যন্ত কাছে। প্রায় রাতেই এখানে অনেক লাশ পুঁতে রাখা হতো।

দামপাড়া পুলিশ লাইন থেকে পাক-বাহিনীকে প্রতিহত করার হবে এবং রীতিমত যুদ্ধ হবে একথা বাংগালী পুলিশ বাহিনী আমাদের জানিয়ে দেয়। আমরা জানতাম দুই দিন পরেই পুলিশ লাইনে ফিরে আসব। এত গোলাবারুদ অস্ত্র এখানে। পুলিশ লাইনের সমস্ত পরিবার পরিজন সে রাতেই যার যা পরনে ছিল তা নিয়া বের হয়ে পড়ে। আমার হাতে তখন একটি ক্যামেরা, পরনে লুংগী, সাথে একটি সার্ট। দামপাড়া পুলিশ লাইনের প্লার, আই আকরাম খানের নেতৃত্বে শত শত পুলিশ বাহিনী হাতে অস্ত্র নিয়ে কয়েকদিন ধরে পাক-বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পুলিশ লাইনের অস্ত্র ভান্ডার খুলে দেয়া হয়। পাক-বাহিনীর শক্তিশালী সেল ও মেসিনগানের সাথে মরিয়া হয়ে সেদিন যুদ্ধ করেছে দামপাড়া পুলিশ বাহিনী। বহু পুলিশ ৪/৫ দিনের যুদ্ধে নিজেদের জীবন বিসর্জন দেয়। পুলিশ লাইনের পাহাড় ঘেষে পুলিশের রক্তাক্ত দেহ পড়িয়ে পড়ে। পাক-বাহিনীর পুরো দখলে আসলে তারা পুলিশ লাইনের সাথেই লালখান বাজারের সমস্ত এলাকা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পুলিশ বাহিনীর এ আত্মত্যাগের কথা অনেকে জানেনা। শত শত শহীদ পুলিশের তালিকা দামপাড়া পুলিশ লাইনের সামনে লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম কোতওয়ালীর ও, সি আবদুল খালেকের নেতৃত্বেও কোর্ট বিল্ডিং এর কাছে পাক-বাহিনীকে আঘাত হানে এবং চট্টগ্রামের কুমিরার কাছেও পুলিশ, ইপিআর ও ছাত্র জনতা পাক-বাহিনীকে বাধা দেয়। বহু হতাহত হয় সেদিন। পাক-বাহিনী ট্যাংক বহর নিয়ে শহরে প্রবেশ করে ২৯ ও ৩০ শে মার্চ। চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিং এর কাছে যখন আগুন জ্বলছিল তখন আমি সিনেমা প্যালেসের কাছে টেলিফোন ভবনের ৩ তলা থেকে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে নেই এবং সেগুলো পরে কলিকাতা পাঠিয়ে দেই।

কোতওয়ালীর ও, সি জনাব আব্দুল খালেক সেদিন পালাতে পারেননি। পাক-বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। তাঁকে পাক-বাহিনীর জীপের পেছনে বেধে উলংগ করে রাস্তায় ছেঁচড়িয়ে নিয়ে যায় এবং অমানষিক নির্জাতন করে তাঁকে হত্যা করে। দাম পাড়া পুলিশ লাইনের আর, আই জনাব আকরাম খান প্রায় ৪ মাস আত্মগোপন করে ছিলেন পরিবার পরিজনসহ। আর্থিক অভাব অনটনে সংসার চলছিল না। লোকজনও আশ্রয় দিতে চায় না। অনেকটা রাগ করেই তিনি চাকুরীতে যোগ দিলেন। কিন্তু দুই দিন পরেই পাক-বাহিনী তাঁকে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে ইলেক্ট্রিক চেয়ারে বসিয়ে হত্যা করে জুন মাসে।

এই পুলিশ লাইনের পাহাড়ের ভেতরে বহু নর কংকালের ছবি আমার ক্যামেরায় তোলা আছে। পরবর্তীতে কাগজে নিশ্চয় মুদ্রিত হবে। তাছাড়া নোয়াখালীর শুভপুর ব্রীজের কাছে আমি পাক-বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যাই জুলাই মাসে ৫ তারিখ। আঁমার সাথের ১৫ জন যাত্রীকে সেদিন পাক-সেনারা লাইনে দাঁড় করিয়া একসাথে হত্যা করে। আমাকে সেই লাইন থেকে একজন ক্যাপ্টেন বের করে দেয়। আমি বেঁচে যাই আলৌকিকভাবে।

আজকে আমার এ প্রসংগে মূল বক্তব্য হলো স্বাধীনতা সংগ্রামের অতন্দ্র প্রহরী দামপাড়া পুলিশ লাইনের হতভাগ্য শত শত শহীদ পুলিশ তা-এদেশ থেকে কি পেল? তারা কি কোন রাষ্ট্রীয় সম্মান পেতে পারে না? বিভিন্ন দিবসগুলোতে নিহত পরিবার পরিজনদের ডাকা যায় না? একটু সান্তনা। একটু ভালবাসা প্রদান।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়

শামসুল হুদা চৌধুরী

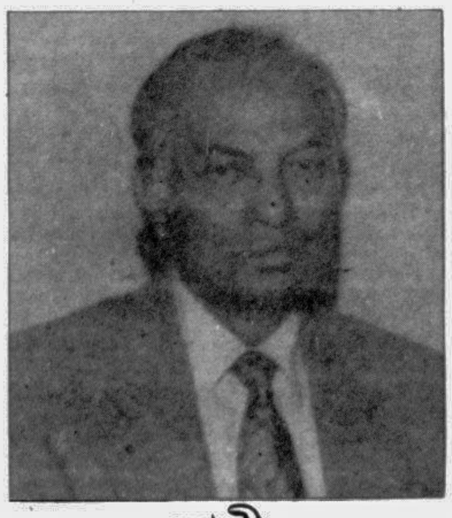

বাণী

দেশের শান্তি-শৃংখলা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী আপামর জনসাধারণের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর বিরোচিত ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

পুলিশ সপ্তাহ ১৯৯৪ উদযাপনের এই শুভদিনে আমি পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সমাজের শান্তি শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিধান দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অন্যতম পূর্বশর্ত। সমাজের শান্তি শৃংখলা ও জনগণের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধানের গুরু দায়িত্ব বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর উপর ন্যাস্ত রয়েছে। আমি আশা করি পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে নিষ্ঠা, সততা, দক্ষতা ও সাহসিকতার মাধ্যমে জনগণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জনে আরও আন্তরিক হবেন এবং আগামীদিনের জন্য একটি অপরাধমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবেন, তবেই পুলিশ সপ্তাহ ১৯৯৪ উদযাপনের মহৎ উদ্দেশ্য সফল হবে।

আমি পুলিশ বাহিনীর অব্যাহত অগ্রগতি ও পুলিশ সপ্তাহের সার্বিক সাফল্য প্রত্যাশা করি।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আবদুল মতিন চৌধুরী
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ শে মার্চ '৭১ হানাদার বাহিনী আক্রমণের প্রথম শিকার হিসেবে বেছে নিয়েছিল ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন। উক্ত পুলিশ লাইনের পুলিশ বাহিনী হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে তা'দের হাতিয়ার তুলে নিয়েছিলেন। তবে হানাদার বাহিনীর আধুনিক সমরাস্ত্রের মুখে পুরাতন বৃটিশ মডেলের রাইফেলকে সম্বল করে ঐ অতর্কিত হামলায় বেশীর ভাগ পুলিশকেই জীবন দিতে হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে। বাকী স্বল্প কয়েকজন পুলিশ মাত্র কোনও রকমে জীবন নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। হানাদার বাহিনী ট্যাংক আর মেশিনগানের গুলি দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয় রাজারবাগ পুলিশ হেড্‌কোয়ার্টার। এই পুলিশ হেড্‌কোয়ার্টারের কক্ষ গুলির ধ্বংসস্তুপের সাথে মিশে যায় শতাধিক পুলিশ কর্মচারীর ছিন্ন দেহ। রাতারাতি সে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে জেলা শহরগুলিতে। প্রতিটি জেলা মহকুমা এবং থানায় গড়ে ওঠে পুলিশ বাহিনীর প্রতিরোধ। তাঁদের সহযোগিতা করেন ইষ্ট বেংগল রেজিমেন্ট, ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্, আনসার, মুজাহিদ ও ছাত্র বৃন্দ।

প্রথম পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, ময়মনসিংহ, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি জেলায় সশস্ত্র আক্রমণে হতাহত হয় বহু পাকিস্তানী সৈন্য। এমনি ভাবে পুলিশ বাহিনী সশস্ত্র বাহিনীর উল্লিখিত বিভিন্ন ইউনিটের সহযোগিতায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া বাকী সব এলাকাকে সাময়িক ভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দেশের আইন শৃংখলা রক্ষা করাই পুলিশ বাহিনীর একমাত্র দায়িত্ব। কিন্তু '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা কালে প্রায় চল্লিশ হাজার বাংগালী পুলিশ কর্মচারী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যে ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সমসাময়িক ইতিহাসে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু কি তাই? ইতিপূর্বে পুলিশকে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো কোথাও দেখা যায়নি। কিন্তু ব্যাতিক্রম হল এখানে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এদেশের পুলিশ স্থাপন করল নতুন ইতিহাস।

সশস্ত্র প্রস্তুতি : বি, এল, এফ।

মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে পুলিশের ডি, আই, জি মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ পোপনে ২৫ টি রাইফেল বি, এল, এফ নেতৃত্বের হাতে তুলে দেন।

সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ
অধ্যাপক আবু সাইয়িদ
১১৩-১১৪
ঢাকা' ৮৯

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ, ১৯৯৪ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমাদের পুলিশ বাহিনীর রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য বাহিনীর বীর সদস্যগণ মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে অসাধারণ বীরত্ব ও সর্বোচ্চ ত্যাগের বিরল আদর্শ স্থাপন করেছেন। শান্তি-শৃংখলা রক্ষা, অপরাধ দমন, জন-জীবনে নিরাপত্তা বিধান, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির কাজে সহযোগিতা প্রদান এবং বিদেশেও দায়িত্ব পালনে তারা প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন।

গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর দেশে নতুন করে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। তা অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-শৃংখলা একান্ত প্রয়োজন। আমি আশা করি, পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ অধিকতর নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে সমাজের সর্বস্তরের শান্তি-শৃংখলা বিধান ও সকল প্রকার অপরাধ দমন করে জনজীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ করে তুলতে সচেষ্ট হবেন। এর মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্জন করে পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করে তোলা সম্ভব হবে।

আমি পুলিশ বাহিনীর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

খালেদা জিয়া
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

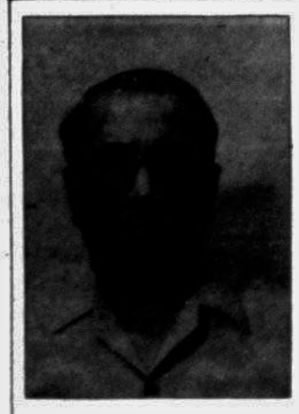

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ, ১৯৯৪ উদযাপনের এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমি পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। সারা দেশে আইন-শৃংখলা রক্ষা, অপরাধ দমন ও জনজীবনের নিরাপত্তা বিধানের কাজে আমাদের পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্য সর্বদা সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সংগে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। জাতিসংঘের আহ্বানে বিদেশেও তারা দায়িত্ব পালন করে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সর্বোপরি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের পুলিশ বাহিনীর গৌরবময় অবদান চির অম্লান হয়ে থাকবে।

পুলিশ বাহিনীর বীর সদস্যবৃন্দকে আজ আইন-শৃংখলায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের কঠোর হস্তে দমন, ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ও জনজীবনে পূর্ণ নিরাপত্তা বিধানে অধিকতর সচেষ্ট হতে হবে।

পুলিশ বাহিনীকে পশ্চাদমুখী সনাতন মনোবৃত্তি এবং ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণা পরিহার করে কাজেকর্মে আধুনিক ও গণমুখী হতে হবে। ফলে পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি উত্তরোত্তর আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

আমি পুলিশ বাহিনীর সর্বাংগীন কল্যাণ ও পুলিশ সপ্তাহের পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

আজিম উদ্দিন আহমদ
সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ, ১৯৯৪ উদযাপন উপলক্ষে পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। পুলিশ বাহিনী সমাজ জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই বাহিনীর উপর শান্তি-শৃংখলা রক্ষা ও সর্ববিধ অপরাধ দমন করে জনসাধারণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যাস্ত রয়েছে। আমাদের পুলিশ বাহিনীর বীর সদস্যগণ মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত আত্মাহুতি দিয়ে যে গৌরবময় অধ্যায় সৃষ্টি করেছে তা চির উজ্জ্বল হয়ে আমাদের সকল কাজে অনন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে বিরাজমান রয়েছে। এই গৌরবময় ঐতিহ্য পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক নিবিড় করে তুলেছে এবং তা পারস্পরিক সহযোগিতার স্থায়ী ভিত্তি হয়ে আছে। পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ নিয়মিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আজ জনসেবামূলক বিবিধ প্রকল্প নিয়ে কাজ করে চলেছে এবং চিন্তা, চেতনা ও মননে প্রকৃত গণমুখী হয়ে উঠার প্রয়াস পাচ্ছে।

আমি আশাকরি, পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও শৃংখলার সংগে দায়িত্ব পালন করে এবং সর্বপ্রকার অপরাধ দমন করে সমাজ জীবনে অব্যাহত শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় অধিকতর সাফল্য অর্জন করতে পারবে। পুলিশের পাশে থেকে সকল ন্যায়সংগত কাজে সক্রিয় সহযোগিতা দানের জন্য আমি জনসাধারণের কাছে আবেদন রাখছি এবং পুলিশ সপ্তাহের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

এ, এস, এম, শাহজাহান
ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ
বাংলাদেশ

সৌজন্যে: এরোমেটিক কসমেটিক্‌স লিঃ যমুনা গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান